আর.ডি. বনশল
নিবেদিত
তারাশঙ্করের
রাজাসাহেব
A
পরিচালনা
পলাশ বন্দোপাধ্যায়

আর. ডি. বনশল নিবেদিত

পলাশ ব্যানার্জী প্রোডাক্সন্স-এর

রাজাসাহেব

মূল কাহিনী : তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **পলাশ বন্দোপাধ্যায়**

প্রযোজনা : পলাশ বন্দোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়। সংগীত : অজয় দাস। চিত্রশিল্পী : দীপক দাস। শিল্প নির্দেশনা : সূর্য চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : কালিপ্রসাদ রায়। গান : বিভূতি মুখোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দোপাধ্যায়। নেপথ্য শিল্পী : অনুপ ঘোষাল, জয়ন্তী সেন, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, শক্তি ঠাকুর ও মল্লারের শিশু শিল্পগোষ্ঠী। সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। রূপসজ্জা : মনোতোষ রায়। সাজসজ্জা : ফনি মণ্ডল। কর্ম্মসচিব : প্রণয় ধর। শব্দ গ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়। স্থির চিত্র : খুসী সোম। পরিচয় লিখন : সত্যেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। সর্প সহযোগীতায় : দীপক সরদার। ব্যবস্থাপনা : পুলিন সামন্ত। আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন, সুনীল, তারাপদ, কিশোরী, রামদাস, হংসরাজ। দৃশ্য সজ্জায় : দ্বিজ, বেরু, সম্পত। কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কাজলরেখা সামন্ত, অরুণ মণ্ডল। আনন্দ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওয় অন্তর্দৃশ্য গৃহীত। ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

প্রচার ও জনসংযোগ : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বসত্ত

কেমে এণ্টারপ্রাইজ

বিশ্ব পরিবেশনা

আর, ডি বি, এণ্ড কোং

কাহিনী-সার

(প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য)

গ্রাম বাংলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সীতার জন্ম। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা নলিনী মুখুজ্যে ছেলে বসন্ত ও সীতার বিয়ে দেবার জন্য মনস্থ করলেন। শিশু বয়সে টাইফয়েড হওয়ায় বসন্তর মাথায় সামান্য গোলমাল দেখা দিয়েছিলো।

ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে যেয়ে নলিনী নিজেই এক সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে আনলেন। নতুন বউ জয়ার সাথে দূর সম্পর্কের দাদা নিমুও সীতাদের বাড়ীতে এসে উঠলো। ধীরে ধীরে জয়ার স্বরূপ প্রকাশ পেল। সুকৌশলে সংসারের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে বাড়ীর ঝি-চাকর সবাইকে বিদায় করে দিলো। সীতা শুধু রান্নারই নয় ঝিয়ের কাজও শুরু করলো। বসন্তর ঘাড়ে এলো চাকরের দায়িত্ব। জয়ার নজর স্বামীর সম্পত্তির দিকে আর নিমুর লক্ষ্য সীতা। বসন্ত ছুটে গেলো প্রতিবেশী কৃপাসিন্ধুকে জানাতে। আদর্শবাদী যুবক কৃপাসিন্ধু পেশায় শিক্ষক।

* * * * *

সীতাকে বশ করতে না পেরে নিমু কৃপাসিন্ধুকে কেন্দ্র করে সীতার চরিত্রে কলঙ্ক লেপে দিতে চাইলো। কৃপাসিন্ধু প্রতিবাদ করলো এবং শেষ পর্যন্ত সীতাকে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলো। নলিনী মুখুজ্যে সবই বুঝলেন - মর্মাহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

… বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। সীতার কোলে এসেছে কাঞ্চন। জীবন সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ওরা এসে আশ্রয় নিলো লালপাহাড়ীর রাজা সাহেবের কাছে।

আদিবাসী রাজাসাহেব বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। সিন্ধুকে অফুরন্ত ঐশ্বর্য, দেহে অপরিসীম শক্তি আর অন্তরে আদিম প্রবৃত্তির জোয়ার। সুন্দরী বা যুবতী মেয়ে দেখলে মুহূর্তেই কামার্ত পশুতে পরিণত হয়। আদিবাসী ঝুমরীর লোভে তার বাবার বুকে বিষাক্ত গোখরো ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেনি নরপিশাচ রাজাসাহেব।

কৃপাসিন্ধু চাকরী পেলো কিন্তু রাজাসাহেবের নজর সীতার দিকে। প্রতিবাদ করতেই প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হলো কৃপাসিন্ধু। তার জিভ কেটে গারদ ঘরে রাখার আদেশ দিলো রাজাসাহেব। রাণীমার প্রতিবাদও রাজাসাহেব অগ্রাহ্য করে।

… ডাক এলো সীতার। কৃপাসিন্ধু রাজাসাহেবের টাকা চুরি করেছে। সীতাকে সে টাকা ফেরৎ দিতে হবে। নইলে তার স্থান হবে বাঈমহলে। আর্তনাদ করে ওঠে সীতা……।

…উন্মত্ত পশুর লালসার
বহ্নি জ্বলে উঠলো … …।
সীতাকে তার চাই … …।
… … চাবুক হাতে এগিয়ে
আসে রাজাসাহেব।

মাগো স্বর্গ থেকে আমায় তুমি
করো আশীর্ব্বাদ,
আজ বাদে কাল বিয়ে আমার
তারপরে বৌ ভাত।
গাঁদা ফুলের মালা পরে
টোপর মাথায় দিয়ে,
পালকি করে আনবো যে বৌ
রেশন চৌকি নিয়ে।
ঢাক বাজবে বাজ ব সিঙ্গে,
সানাই যে দিন রাত—
শাঁখ বাজবে উলু দেবে
পুড়বে কত খই,
যাবার বেলা মা গো তোমার
ধুলো পেলাম কই?
অঝোর ধারায় পরবে ঝড়ে
আমার চোখের জল,
শুধুই কি তুই থাকবি চেয়ে
যা হোক কিছু বল!
মাগো, যা হোক কিছু বল!
রসগোল্লা কোঁড়িগেনীর
হবে ছড়াছড়ি
শালীরা সব আমায় নিয়ে
করবে কাড়াকাড়ি।
চাঁদ মুখেতে হাসবো আমি
লজ্জা পাবে চাঁদ।

গান ২

অ-এ অজগর আসছে তেড়ে
আয়ে আমটি দেবো পেড়ে
ই'তে ইঁদুর ছানা
ঘরের কোনে দিচ্ছে হানা
হলো বিড়াল, ডাকলে পরে
ইঁদুর ছানা, ভয়েই মরে
ঈ'তে ঈগল পাখী
সুযোগ পেলেই পাছে ধরে
উট চলেছে মুখটি তুলে
মরুর জাহাজ হেলে দুলে
উর্ধ্ব বাহু আছে ঝুলে
দ্যাখো বই-এর পাতা খুলে
ঋ'তে হলো ঋষি মশাই
সারা গায়ে মেখে ছাই
ধুনুচি আর ধূপের ধোঁয়ায়
আসন পেতে গাছের ছায়ায়
প্রসাদ পাবে খুশিতে তাই
ন'কার যেন ডিগবাজী খায়
এক্কা গাড়ী খুব ছুটেছে
ঐ দ্যাখো ভাই চাঁদ উড়েছে
ওল খেওনা ধরবে গলা
ওষুধ খেতে মিছে বলা।

গান ৩

কেন রঙ দিলি মনে ফট্ করে তুই
সখী রঙ দিলি কেন ফট্ করে
বলছি হোলি খেলবো না আর
রঙ লাগলে আমার অসুখ করে
সখী রঙ দিলি কেন ফট্ করে
এখন যদি ভালোবাসিস
ট্যারচা চোখে মুচকি হাসিস
তাইলে হোলি খেলতে পারি
দুজনাতে যড় কল্লে
ঘোমটা দিয়ে খ্যামটা নাচন
নাচবো মোরা হাত ধরে
সখী রঙ দিলি কেন ফট্ করে
এই পিরিতি কাঁঠালের আঠা
তুই হাড়িকাঠ আমি পাঁঠা
আমায় বলি দিবি যদি তবে
দেনা সখী চট্ করে
সারাজীবন থাকবো বসে তোর দুখানি পা ধরে।

—:—

গান ৪

ভগবান নয় দয়ালু
সে কাউকে ভালবাসে না
তাই আমার একটাও ডুরে শাড়ী নাই
নাই যে একটাও খেলনা
ভগবান নয় দয়ালু
ছিঃ মামনি ওকথা বলতে নেই
ভগবান বড় দয়ালু
তিনি কাউকে দুঃখ দেন না
সকলের তরে আছে স্নেহধারা তাঁর
সকলের তরে তাঁর কান্না
ভগবান বড় দয়ালু
কেন তবে শুধু শুধু কষ্ট পেলাম
সেটা শিক্ষা, সেটা দীক্ষা
নিজের পায়ে দাঁড়াতে অনেক
লড়তে গড়তে হয়
তিনি শুধু দেন পথের নিশানা
হাত ধরে নিয়ে যান না
তিনি সকলের সাহসে আছেন
মা-বাবার স্নেহতে আছেন
ভক্তিতে তিনি বিশ্বাসে তিনি
তিনি সকলের রাজার রাজা
তিনি কাউকে দুঃখ দেন না
জগতের পিতা ঈশ্বর তিনি
জননী অন্নপূর্ণা।

—:—

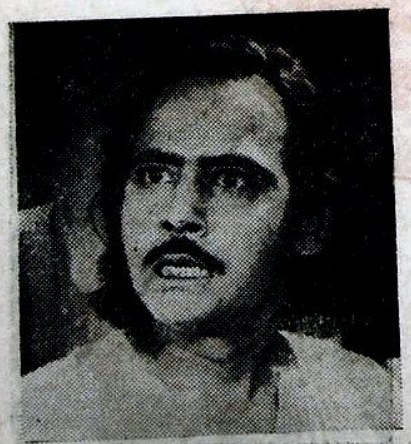

অভিনয়ে :

নাম ভূমিকায় :

উত্তমকুমার

সন্ধ্যা রায়, সমিত ভঞ্জ, চিন্ময় রায়, অসীম চক্রবর্তী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, রমা গুহঠাকুরতা, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার চক্রবর্তী, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, নিতাই রায়, পি. কে. বন্দোপাধ্যায়, স্বপন চট্টোপাধ্যায়, নিমাই ঘোষ, তপতী ভট্টাচার্য, মৌসুমী মুখোপাধ্যায়, আলপনা গুপ্তা, মীনা মুখোপাধ্যায়, মিস ববি ও সুখেন দাস।

অতিথি শিল্পী : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, আলপনা গোস্বামী

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : অঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ বসু, গৌতম দাশগুপ্ত। সংগীত পরিচালনায় : সমীর খাসনবীশ, ওয়াই. এস. মুলকী। চিত্রগ্রহণে : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সুবীর রায়,। শিল্প নির্দেশনা : অনিল কুমার পাইন, রবি দাশগুপ্ত। সম্পাদনা : স্নেহাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়, মলয় বন্দোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনা : শচীন মাকাল। সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : বলরাম বারুই। শব্দ গ্রহণ : বাবাজী শ্যামল রূপসজ্জা : শম্ভু দাস, নিমাই সমাদ্দার।

'আর, ডি, বি'র প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

Engraved & Printed by :
Universal Process, 77/2, Dharamtolla St., Cal.-13 Phone : 24-6405, 21-2151

আর. ডি. বনশল প্রযোজিত

সীতা

ইষ্টম্যান কালার

পরিচালনা - অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী

চিত্রনাট্য ও সংলাপ-বিকৃতি মুখোপাধ্যায়

সুর – নীতা সেন

সন্ধ্যা রায়, অসীম কুমার

বিপিন গুপ্ত, মৃণাল

কমল বনশল

প্রযোজিত

ওগো বধূ সুন্দরী

ইষ্টম্যান কালার

পরিচালনা - সলিল দত্ত

সুর - বাপী লাহিড়ী

উত্তম কুমার, সুমিত্রা, মৌসুমী

রঞ্জিত মল্লিক, বিকাশ রায়, সন্তোষ দত্ত